দেশকে যদি ভালবাসেন, কিছু একটা করুন

নুরুল্লাহ মাসুম

আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রবাসী বাঙ্গালিরা দেশের দুর্দশার কথা খুব জোরেশোরে প্রচার করতে ভালবাসেন। সামান্য বাতিক্রম ছাড়া সকলেই দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমুহকে এক হাত নিতে ভালবাসেন বা পছন্দ করেন। আর মুক্তমনারা তো দেশের তাবত সমস্যার জন্য ইসলামকে দায়ি করতে গিয়ে রীতিমত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগী হয়ে উঠেছেন, কে কত বেশী বলতে পারেন। এরা সকলেই শাষকদের মাঝে মৌলবাদ খোজেন নিয়মিত।

এ কথা সত্য যে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের জন্য যতটুকু ভাবেন তার চেয়ে বেশী ভাবেন নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে। আর সে কারণেই স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরেও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি সুন্দর এ কটা আয়কর ব্যাবস্থা। গড়ে ওঠেনি বিদেশী পুজির বাজার। আর সন্ত্রাস এর মূল হোতাই হচ্ছেন আমাদের সনামধন্য রাজনীতিবিদগণ।

প্রবাসী বাঙ্গালিরা দেশের অর্থনীতিতে বিরাট একটা ভূমিকা রাখছেন, এটা অবশ্য সকল রাজনীতিবিদ গণ স্বীকার করেন। সেক্ষেত্রে প্রবাসীরা যদি একত্রে একটা শক্তিশালী ভুমিকা নিতে পারতেন, আমিতো মনে করি অভাগা দেশের কিছু উপকার হতো।

আমরা যত বেশী করে ক্ষমতাসীনদের দোষ ধরে দিচ্ছি, তত বেশী করে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। বিষয়টা এমন হয়ে উঠছে - 'পাগলা তুই সাকো লাড়াইছ না---ভুইলা গেছিলাম, মনে করাইয়া দিলেন' - ধরনের।
প্রথমেই আমার আশংকা হচ্ছে, আমার এ লেখা প্রকাশের পর কেউবা ক্ষেপে যাবেন, কেউবা ইসলামিস্ট বলে গালি দেবেন, কেউবা বলবেন, আমি গণ হারে প্রবাসীদের দায়ি করছি। সকলকে উদ্যেশ্য করে বলছি, আমার কথার গাথুনি ভাল নয় বলে আমাকে যা খুশী বলতে পারেন, তাতে আমি কিছু মনে করব না। তবে সকলে যদি আমার উত্থাপিত বিষয়টি নিয়ে ভাবেন, সুদূর ভবষ্যতে হয়ত আমাদের অভাগা দেশটার কিছু উপকার হবে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল গুলোর প্রধান অর্থ যোগানদাতা প্রবাসি বাঙ্গালিরা, আমি কি ভুল বললাম? অন্তত বৃটেনের কথা বলতে পারি, সেখানে অবস্থানরত বাঙ্গালিরা কমপক্ষে তিনটে প্রধান রাজনৈতিক দলকে নিয়মিত অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকেন। আমেরিকার বেলাতেও হয়ত এর ব্যতিক্রম নেই। অন্যান্য ছোটখাটো দলও প্রবাসিদের অর্থ সহায়তা পায়, যা আমি পেতে দেখেছি। এধরনের প্রাপ্তির তালিকায় এমন দলও রয়েছে যাদের বেইস বলে কিছু নেই। কেন এই সহায়তা? দাতারা বলেছেন, জাতীয় পর্যায়ে না হলেও স্থানীয় পর্যায়ে ঐসব দল কছু ভুমিকা রাখে। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

কে কাকে অর্থ সহায়তা দেবেন, সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। অন্যের সেখানে বলবার কিছু নেই। কিন্তু আমি সেখানেই কিছু বলতে চাই।

বৃটেন প্রবাসি সুরত আলি যখন ঢাকা বিমান বন্দরে লাশ হয়ে যান, তখন পুরো বৃটেনে প্রতিবাদ হলেও পরক্ষণে তারা ভুলে যান বিষয়টা। এমন অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। আমেরিকা প্রবাসি বাঙ্গালিরা যখন বিরাট বাঙ্গালি সমাবেশের আয়োজন করেন সেটাও দ্বিধবিভক্ত হয়ে যায়। অথচ তারা জানেন, এই বিভক্তি যাদের নিয়ে, তারা দীর্ঘ ৩৩ বছরেও দেশটাতে একটু শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তারা দেশটাকে একটা নরক বানিয়ে রেখেছে। তবু কেন তাদের নিয়ে এত মাতামাতি? কেন একজন মন্ত্রী বা সাংসদ বিদেশ ভ্রমনে গেলে প্রবাসিরা তাকে বরণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নামেন? অবশ্যই এতা কিছু পাবার আশায়। তাহলে বলতে হয়, দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেও আমরা সত্যিকার অর্থে দেশকে ভাল বাসতে শিখিনি। আজো আমরা স্বীয় স্বার্থে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে ব্যতিব্যস্ত। **তাহলে শাসকদের দোষ দিয়ে লাভ কি?** তারাতো ক্ষমতায় আসে লুটপাত করার জন্যই, নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্যই। সুতরাং তা সে কাজটাতো আগেই করবে। প্রবাসিরাও যদি ঐ পথ ধরেন, তাহলে তাদের আর এদের মধ্যে তফাতটা থাকে কোথায়?
আমি জানিনা, যা আমি বলতে চেয়েছি, পাঠক তা বুঝেছেন কি না।

এক কথায় আমি মনে করি, দেশের দুর্নাম না করে, যারা দেশটাকে নরক বানাচ্ছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করুন, এক সময়ে এর ফল পাওয়া যাবে।
আমি বিশ্বাস করি সব প্রবাসি এক হতে পারলে, কিছুটা হলেও আমাদের রাজনীতিবিদরা শিক্ষালাভ করবে, সহনশীল হতে শিখবে।

প্রবাসিদের এ ক্ষেত্রে প্রেশার গ্রুপ হয়ে কাজ করতে হবে। আমি এও বিশ্বাস করি কেবল আমেরিকা ও বৃটেন প্রবাসিরা এক হতে পারলে, বিরাট একতা সুফল পাওয়া যাবে।
'বাবা চোর' কথাটা বেশী করে প্রচার করলে বাবা কখনই চুরি করা বন্ধ করবে না, বরং বাবাকে চুরি করতে নিষেধ করা বা চুরি করতে না দেয়ার মধ্য দিয়েই তাকে চুরি করা থেকে নিবৃত করা যেতে পারে, এটায় আমি বিশ্বাস করি।
দেশের বদনাম না করে দেশটাকে কি করে ভাল অবস্থানে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে ভাবুন, অভাগা দেশটার মঙ্গল হবে।

আমি মনে করি, আমাদের মুক্তমনা বন্ধুরা বিষয়টি একটু ভেবে দেখবেন।
সবাই ভাল থাকুন।

নুরুল্লাহ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
১২ মার্চ ২০০৪